লেবি

মথি 9:9-13, মার্ক 2:13-17, লূক 5:27-32 #45

আমি একজন লেবি। আমি যিহুদী এবং অধিকাংশ মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। আমি যে যিহুদী বলে তারা আমাকে ঘৃণা করে তা নয়। আমার স্বজাতি যিহুদীরাও আমাকে ঘৃণা করে। এই ঘৃণার কারণ আমি রোমান সম্রাটের অধীনে কাজ করি, আমার দেশের মানুষের থেকে কর আদায় করি।

আমরা যিহুদীরা কর আদায় করার জন্য সর্বত্র যাই। সুসজ্জিত রোমান সৈন্যরা তাদের তরবারি ও বর্শা নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকে – তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য। জানেন তো, আমরা ঈশ্বরের লোক। আমাদের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর। তাহলে আমরা কেন কোন পরজাতি রাজা যিনি নিজেকে ঈশ্বর ভাবেন, প্রতিমা পূজা করেন তার অধীনে থাকব। কিন্তু আমরা বাধ্য হয়ে থাকি। তারা আমাদের শাস্তি দেয়। তারা নিষ্ঠুর। তারা অপরাধীদের হত্যা করে; অনেককে ক্রুশে দিয়ে ভয়ঙ্করভাবে মারে। তারা আমাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় কাঠের ক্রুশে পেরেক দিয়ে ঠুকে হত্যা করে এবং আমাদের মৃতদেহগুলো শহরের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে সকলকে বার্তা দেয় যে যদি কেউ বিদ্রোহ করে তাদেরও একই অবস্থা হবে।

আমার একটা কাজের প্রয়োজন ছিল। টাকাপয়সা সবসময় ভাল। দুজন সশস্ত্র রোমান সৈন্যর মাঝে সুরক্ষিত অবস্থায় কর আদায় করার টেবিলে বসে আমি প্রত্যেকদিন কর নিতাম। প্রচুর মক্কেল আসে। তারা প্রত্যেকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ আমার কাছে নিয়ে আসে। তাদের অনেকেই রাগে গজগজ করে। আমি তাদের সমস্যার কারণ ছিলাম না, কিন্তু আমিই তাদের মৌখিক আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠতাম। তারা আমাকে **"পাপী", "বিশ্বাসঘাতক", "নির্বাসিত", "প্রতারক"** এইসব নামে ডাকত। বদনামের বিরুদ্ধে কোন সুরক্ষা নেই। এতে সৈন্যদের কিছু যায় আসে না, অন্য যিহুদীরা আমাকে কি বলে বা আমার সম্পর্কে কি মনে করে। যেনতেনপ্রকারেণ কর আদায় করাই তাদের লক্ষ্য। তারা কর আদায় করার জন্য পয়সা পেত।

কেবলমাত্র করগ্রাহীরা ও সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত যারা তারা ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু ছিল না। আমরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলাম কিন্তু এর থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ ছিল না। আমাদের সুনাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যিহুদীদেরকে অন্যেরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো এই ভেবে যে, আমরা কত ভালভাবে সকল আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করি কিন্তু আমরা যে সকল যিহুদী কর আদায় করতাম তাদেরকে অনেক নীচু চোখে দেখত, অন্যান্য পাপীদের সমগোত্রীয় বলে তারা মনে করত।

আমি আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। আমি বের হয়ে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি সকলের ঘৃণার জালে বন্দী হয়ে গিয়েছিলাম।

একদিন আমি আমার কর আদায় করার জন্য বসে আছি হঠাৎ দেখলাম প্রচুর লোক গালীল হ্রদের কাছে জড়ো হচ্ছে। আমি আমার বেশ কিছু মক্কেলকেও সেখানে দেখলাম। পিতর, যোহন, ফিলিপ এবং আরও জেলেদেরকেও দেখলাম। এরা সকলেই আমাকে কর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবজ্ঞায় ভরা বিভিন্ন শব্দগুলো আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিল। অন্যরাও রোমানদের প্রতি ঘৃণায় নানারকম কথা শুনিয়েছিল। আমি এক অজানা আশঙ্কায় ক্রমশঃ ভীত হয়ে উঠলাম। এরা কি উন্মত্ত জনতা ? এ কি কোন বিদ্রোহের সূচনা ? আমার সঙ্গের সৈন্যদের দৃষ্টি সেদিকে গেল। এটা কোন হিংস্রতা হতে পারে। ওরা হয়ত আমার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবে তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ক্রমশঃ আমি বুঝতে পারলাম এই জনসমাগমের কারণ। নাসরতীয় যীশু। তিনি একজন জনপ্রিয় অলৌকিক কার্যকারী ব্যক্তি। কেউ কেউ আশা করে যে তিনি আমাদেরকে রোমানদের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমাকে কি এরা রেহাই দেবে ? আমি তো একা। আমি ওদের মধ্যে বেশ কিছু ধর্মীয় নেতাদেরও দেখতে পাচ্ছি – এই উচ্চশ্রেণীর লোকগুলোই তো আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক। এরা নিজেদেরকে সমাজের উচ্চস্তরে রাখে যেন কোনোভাবেই আমার কাছে না আসতে হয়। মনে হচ্ছে আমি এখনকার মতো নিরাপদ।

আমি দেখলাম যে যীশু থামলেন, এদিক ওদিক দেখলেন এবং তারপর হ্রদের দিক থেকে সোজা আমার দিকে আসতে লাগলেন। হলোটা কি ? অন্য কর আদায়কারী যেটা করে আমি সেটাই করলাম। আমি "য" দিয়ে শুরু প্রত্যেকটি নাম ভাল করে দেখলাম। না যীশুর তো কোনো কর বাকি নেই। তাহলে উনি আমার দিকে কেন আসছেন ? তাঁর সঙ্গে অনেক লোককে দেখা যাচ্ছে যারা ভীষণ অখুশী এবং আমার ও আমার নিয়োগকর্তাকে নিয়ে বচসা করছে। আমি সাধারণতঃ একা কারোর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত কিন্তু একসঙ্গে এতলোক ! এ তো ভীতিজনক। কিন্তু দেখে তো মনে হচ্চে না যে তাদের মনের কথা এই যীশু নামের ব্যক্তিটি বলার জন্য আমার কাছে আসছেন। তিনি দিব্যি হাসছেন এবং আমার দিকেই দেখছেন। আমি আমার টেবিলটার উপর ঝুঁকে বসলাম আর তখন মনে পড়ল যে তিনি একবার আমারই মতে একজনের টেবিল উল্টে দিয়ে তার সমস্ত টাকাপয়সা ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীরা আমার দিকে একদৃষ্টে দেখতে লাগল। তাদের চোখমুখ রাগে লাল, হাত মুষ্টিবদ্ধ। আমি কি তাদের প্রথম শিকার ? যীশুর এক ইশারায় এরা আমাকে শকুনের মতো ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমার থেকে তারা দুরত্ব রাখে, যেন আমি এক দূর্গন্ধস্বরূপ।

যীশু ক্রমশঃ সামনে এগিয়ে আসছেন – তিনি এখনও হাসছেন – তিনি আমাকে সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন জানালেন। আমি কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না। এই যীশু হয় আমার সঙ্গে বাজে রসিকতা করছেন, না হয় আমার কাছে এসে নিজেকে সমাজের কাছে ছোট করছেন। তাঁর অজস্র ভক্ত আছে আর তিনি কি না আমার মতো একজনের কাছে এসে এইভাবে নিজের সম্মানহানি করছেন। আমি ভাবতেই পারছি না যে ওনার মতো একজন লোকপ্রিয় মানুষ আমাকে এত সম্মানের সঙ্গে অভিবাদন করলেন। আমার তো এরকম ব্যবহার পাওয়ার মত যোগ্যতাই নেই। আমার মনের ভিতরে থাকা আবেগগুলো যেন উথালপাথাল করতে লাগল। অন্য সকল যিহুদীরা হয় আমাকে এড়িয়ে যায় নতুবা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার কাছে আসে। এই যীশু, ইনিও তো একজন জন্মগত যিহুদী – কোনরকম বলপ্রয়োগ নয়, স্বেচ্ছায়, জনসমক্ষে একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে তাঁর এক অপূর্ব বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। ইনি আমার কাছে কি চান ? এরপর তিনি যা বললেন তা শুনে আমি ভেঙে খানখান হয়ে গেলাম। যেন কোন ভীষণ ভারি বোঝা আমার মনের ওপর থেকে সরে গেল আর অপূর্ব উষ্ণ এক অনুভূতির ধারা আমার মধ্যে থেকে বের হয়ে আসতে লাগল।

তিনি আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, **“আমাকে অনুসরণ কর”।** আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। আমি সোজা উঠে দাঁড়ালাম। তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যা হওয়ার হবে। যীশু আমার মতো কুখ্যাত একজনকে আপন করে নিয়েছেন। আমি আমার জায়গা ছেড়ে, টাকাপয়সা ছেড়ে, আমার সকল কিছু ত্যাগ করে, রক্ষীদের-আমার সুরক্ষা ছেড়ে ওনার কথামত ওনার পিছু পিছু চলতে লাগলাম। জনতার দল তখনও বচসা করছে কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে বারেবারে কেবল ওই কয়েকটি শব্দের গুঞ্জন উঠতে লাগল, “আমাকে অনুসরণ কর”। আর ঠিক সেটাই আমি করলাম।

আমি সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আমরা কোথায় যাচ্ছি”? তিনি বললেন, “তোমার বাড়ি”। “কিন্তু সেখানে তো শুধু করগ্রাহী এবং পাপীরা আছে আর আপনি সেখানে.....”। “আমার তাতে কিছু যায় আসে না”- তিনি বললেন। আমি বললাম, “আচ্ছা আমরা কি রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি না, ততক্ষণে সবাই বাড়ি চলে যাবে ?” তিনি বললেন, “না”। “আপনি আমার বাড়িতে গিয়ে কি করবেন”- আমি জিজ্ঞাসা করলাম। “সেখানে ভোজ হবে”-তিনি বললেন। “কার সঙ্গে”? “তোমার বন্ধুদের সঙ্গে”। “ও, আচ্ছা”।

আমরা বাড়ি পৌঁছালাম। আমার পরিবারকে চমকে দিয়ে যীশু আমার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি ঘোষণা করলাম, “আজ এখন এখানে একটা ভোজ হবে। সকলকে আমণ্ত্রণ জানাও”। আমার ঘরটা বেশ বড়। করদাতারা ভালই পয়সাকড়ি দেয়। বাইরে যারা রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই জায়গা হয়ে যাবে

আমার ঘরে, কিন্তু সেটা কোন সমস্যা হবে না। কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না যে আজ আমার বাড়িতে কে এসেছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে অন্য করগ্রাহীরা, পাপীরা ও সমাজের প্রত্যাখ্যাতরা এসে ভিড় করল। আর সকলের মাঝে দিব্যি স্বচ্ছন্দে যীশু রয়েছেন। তিনি হাসি-মস্করা করছেন, মাঝে মাঝে কিছু খাচ্ছেন, হাসছেন আর আমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলছেন।

এরই মাঝে বাইরে ফরীশি ও আরো অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কিছু একটা বিতর্ক দেখা দিল। তারাও যীশুকে অনুসরণ করার জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছে। কিন্তু আজ যীশু করগ্রাহীদের বন্ধু হয়ে এসেছেন বলে যে উনি ওদের মতো হয়ে গেছেন তা তো নয়: না কি তাই ?

"কেন আপনি করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন ?" ফরীশিরা জিজ্ঞাসা করল। যীশুর শিষ্যরা একথা শুনে হতবাক হয়ে গেল। তারা কি বলবে "না আমরা তা করছি না বা যীশু করছে তাই আমরাও করছি। না, আমরা করি না, কারণ আপনারা কেবল আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে ভোজন-পান করেন আর এই লোকগুলো আপনাদের বন্ধু নয়। পারতপক্ষে এরা এতে অভ্যস্ত নয়। আসলে আমরা এদের ঘৃণা করি"। শিষ্যরা ঘরের ভিতরের দিকে তাকাল। যীশু তাঁর হাত আমার ওপর রাখলেন।
আর একজন ফরীশি, যীশুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা জানতে চাই **"তোমাদের গুরু কেন করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে ?"** শিষ্যরা কি বলবে ভেবে উঠতে পারল না। যীশু বললেন, "যারা **সুস্থ তাদের ডাক্তারের দরকার নেই, কিন্তু অসুস্থদের দরকার আছ"।** যীশুর এই কথার মধ্যে দিয়ে ফরীশিদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তর পেয়ে গেলাম যে যীশু আজ আমার বাড়ীতে কেন এসেছেন।

অসুস্থ। ঠিক তাই। আমি অসুস্থ। নিন্দায় অসুস্থ; অপরাধবোধে অসুস্থ; ঘৃণায় অসুস্থ; একাকীত্বে অসুস্থ; প্রত্যাখ্যানে অসুস্থ। আমি ক্ষতবিক্ষত, যন্ত্রণাবিদ্ধ, আমার নিজের সমাজে প্রত্যাখ্যাত। এরা সকলে আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বিচারের রায় নিয়ে –আমি যেন খাঁচায় বন্দী কোন এক পশু। কিন্তু তাদের আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন যীশু। আমার দিকে ধেয়ে আসা সকল ঘৃণাগুলো তিনি যেন শুষে নিচ্ছেন নিজের উপর আর পরিবর্তে তাঁর ভালবাসা আমাকে দিচ্ছেন – যে ভালবাসা আমার দোষ ও যন্ত্রণার চেয়ে গভীর; এমন এক ভালবাসা যা আমার ক্ষতগুলোকে ভিতর থেকে সারিয়ে তুলছে।
যীশু আজ এখানে এসেছেন আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের ডাক্তাররূপে।

এ এক পবিত্র মূহুর্ত। ওই ফরীশি দরজার ওপার থেকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে এগুলো নষ্ট করতে পারবে না কারণ যীশু তার সঙ্গে কথা সরাসরি কথা বললেন। **"যাও গিয়ে শিক্ষা কর এর অর্থ কি: 'আমি দয়াই চাই বলিদান নয়'"।** এই কথা তাদের শাস্ত্রেই লেখা আছে। আমার প্রতি যীশুর প্রেম দেখে তারা আর সহ্য করতে

পারল না, সমাজগৃহে ফিরে গেল শুচি হওয়ার ধর্মানুষ্ঠান সাধন করতে। আমার মত এক পাপীর দরজায় এসে আজ তারা অশুচি হয়েছে। তারা বলিদান করে অথচ তাদের অন্তরে কোন করুণা নেই।

এতক্ষণে রাত হয়ে আসছে। বাইরে, অন্ধকারে এখনও কয়েকজন তর্ক-বিতর্ক করছে।
ঘরের ভিতরে, আলোতে যীশুর সামনে আমাদের চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আমি এবং আমার বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আমাদের পুরাতন জীবন ত্যাগ করব। অন্যকে ঠকানো, মিথ্যা কথা বলা, ঘুষ নেওয়া এইসব পাপকাজ আর করব না এবং আমরা প্রত্যেকে আমাদের স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইব। হৃদয় ক্রমশঃ কোমল হয়ে উঠছে। যীশুর উপস্থিতি ও তাঁর বাক্য সমস্ত দোষ থেকে শুচি করছে। তিনি বলেন - **“আমি ধার্মিকদের জন্য আসি নি, কিন্তু পাপীরা যেন মন পরিবর্তন করে।“**

যীশুর শিষ্যরা থতমত হয়ে গেছে। ফরীশিদের প্রশ্নের কোন জবাব তারা দিতে পারে নি। ঘরের এককোণে তারা চুপ করে বসে আছে। একটু রাতের দিকে যীশু উঠলেন। তিনি আমার হাত ধরে পিতর ও ফিলিপের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি দৃঢ়গলায় বললেন “পিতর, ওঠ, তোমাদের নূতন ভাইকে আলিঙ্গন কর। সে শুচি-শুদ্ধ হয়েছে”। পিতর উঠে দাঁড়াল। তার চোখ জলে ভরে উঠল, বলল “প্রভু আমি একজন পাপী। আমি লেবিকে ঘৃণা করেছি। আমি দোষী। আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু”।
পিতর দুহাত দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করল। চোখের জলে সব অহংকার, ঘৃণা মুছে গেল। আমি এতদিন সকলের প্রত্যাখ্যাত ছিলাম কিন্তু এখন আমি এক ভাইয়ের প্রেম ও সম্মানের আলিঙ্গনে বদ্ধ। এখন আমিও এই ভাইয়েদের দলের একজন হয়েছি। আমরা প্রত্যেকে শুচি, ধৌত, মুক্ত, আরোগ্যপ্রাপ্ত এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত। আমদের নতুন মনিব যীশু আমাদের সবকিছু ক্ষমা করেছেন।

Levi

1. বাস্তব প্রশ্নাবলী

1. লেবি কোন জাতির লোক ছিল ?
2. লেবির কাজ কি ছিল ?
3. কার অধীনে লেবি কাজ করত ?
4. সমাজের চোখে তার কি স্থান ছিল ?
5. তার প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনোভাব কেমন ছিল ?
6. ধর্মীয় নেতারা তাকে তার কাজের জন্য কি তকমা দিয়েছিল ?
7. যীশু লেবির বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন ?
8. যীশু তাকে কোন সম্পর্কে (relationship) আবদ্ধ করেছিলেন ?
9. পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব কেমন ?
10. লেবি এবং তার বন্ধুদের জীবনের কোন কোন বিষয়ে যীশু তাদেরকে সুস্থ করলেন ?

ডাক্তার	নীচতা	বন্ধু	ঘৃণা	হৃদয়
যিহুদী	করুণা	রোমান	পাপী	করগ্রাহী

2.

	গল্প থেকে প্রশ্নাবলী	ব্যক্তিগত প্রশ্নাবলী
1.	সমাজের চোখে লেবির কি স্থান ছিল ?	সমাজের চোখে আপনার কি স্থান ?
2.	তার প্রতি অধিকাংশ মানুষের মনোভাব কেমন ছিল ?	আপনার প্রতি মানুষের মনোভাব কেমন ?
3.	লেবি কিভাবে আটকা পড়েছিল ?	আপনা কিভাবে আটকা পড়ে আছেন বলে মনে করেন ?
4.	সে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছিল ?	আপনি কিভাবে কষ্ট পাচ্ছেন ?
5.	লেবির প্রতি যীশুর বিস্ময়কর মনোভাব কেমন ছিল ?	আপনার প্রতি যীশুর মনোভাব কেমন ?
6.	কোথায় এবং কাদের কাছে গিয়ে যীশু লেবির সঙ্গে দেখা করেছিলেন ?	যীশু আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা করবেন ?
7.	লেবির কাছে 'করুণা' বলতে কি ছিল ?	আপনার জীবনে 'করুণা' কেমনভাবে দেখা দেবে ?
8.	যীশুর ডাকের প্রতি লেবি ও তার বন্ধুরা কিভাবে সাড়া দিয়েছিল ?	আপনি কিভাবে যীশুর ডাকে সাড়া দেবেন ?
9.	যীশুর লেবির জন্য কি করেছিলেন ?	যীশু আপনার জন্য কি করতে পারেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?